দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২১/৮/৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

জনমত

স্কুল পরীক্ষার উত্তরপত্র

এক সময় দেশের স্কুলেগুলিতে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরীক্ষা শেষে নম্বর প্রাপ্ত উত্তরপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের ফেরৎ দেওয়া হত। এতে দুটি উপকার সাধিত হত। একদিকে ছাত্ররা যেমন পুংখানুপুংখভাবে পর্যবেক্ষণকরে নিজেদের ত্রুটি ধরতে পারতো। অন্যদিকে অভিভাবকগণও তাদের ছেলেমেয়েদের ত্রুটি বা অপারগতা উপলব্ধি করে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা নিতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ভাল জিনিসের মত এ রেওয়াজটিও এখন অধিকাংশ স্কুল থেকে উঠে গেছে বা যাচ্ছে। এখন নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার খাতা সাধারণতঃ বাড়ীতে আনতে দেওয়া হয় না, কোন কোন স্কুলে ছাত্রকে খাতা ক্ষণিকের জন্য দেখতে দিয়ে তা ক্লাসেই ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও তাও করা হয় না—বাড়িতে ফেরৎ আনা তো দূরের কথা। এ কারণে এখন ছাত্ররা তাদের ত্রুটির গভীরে প্রবেশের সুযোগ তো পায়ই না, অভিভাবকগণও ছাত্রদের লব্ধ পাঠ্যজ্ঞান, মেধা ও পারঙ্গমতা সম্পর্কে থাকেন একেবারে অন্ধকারে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, উত্তরপত্রে শিক্ষক/শিক্ষায়িত্রীগণ কর্তৃক সংঘটিত সম্ভাব্য ত্রুটি অভিভাবকদের অগোচরে রাখা তথা ঝুট-ঝামেলা এড়ানোর জন্যই আজকাল উত্তরপত্র ফেরৎ দেওয়া হয় না। অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। তবে যে কারণই নিহিত থাকুক না কেন, মুখ্য উদ্দেশ্য যখন গৌণ হয়ে যায়, তখন তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

অতএব আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেবেন এবং আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের নামে পুরানো ভাল রেওয়াজকেও আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেবেননা।

—শাহাদত হোসেন
মিতালী রোড
রায়ের বাজার, ঢাকা।

বর্তমান হার বাতিল করে পূর্বের হার বহাল রাখবেন, যাতে দেশের শত শত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হতে পারে।

গৌতম কুমার ভট্টাচার্য,
১২১ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

শিক্ষা অধিদফতরের প্রতি

গত ১৯-৭-৯১ ইং তারিখে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত জানতে পারলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের অধীন দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় অবস্থিত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। সাধারণ বিষয়ের প্রার্থীদের জন্য স্নাতক ডিগ্রী সহ যারা ১৯৯০-৯১ ইং সালের বি-এড কোর্স সমাপ্ত করেছে অথচ ফলাফল প্রকাশিত হয়নি, বিজ্ঞপ্তিতে তাদের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তাই ১৯৯০-৯১ ইং সনের বি, এড ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কারী অনেকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অতএব, ১৯৯০-৯১ ইং সালে বি-এড ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কারীদের কোর্স সমাপ্তকরণ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আবেদন করার সুযোগ দেয়ার জন্য শিক্ষা অধিদফতরের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—উত্তম কুমার সিংহ
সাতগাড়া, রংপুর।